# মাসিক ফলিত পুষ্টি বার্তা

## নভেম্বর, ২০২১, সংখ্যা ০৬

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

# এক নজরে বারটান

**সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:** জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডাঃ ইব্রাহীম এর গৃহীত 'ফলিত পুষ্টি প্রকল্প'- শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ে এর নামকরণ করা হয়েছিল বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড। ২০১২ সালে পুনরায় এর নাম বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রেখে বারটান আইন ২০১২ প্রণীত হয়। ২০১৬ সালে বারটান প্রবিধানমালা (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) অনুমোদিত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ক আঞ্চলিক Center of Excellence হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জে ১০০ একর জমির উপরে প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ০৭টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কার্যালয় (বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী, রংপুর) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

**ভিশন**

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

**মিশন**

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

# প্রশিক্ষণ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ০৩ (তিন) দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক সচেতনমূলক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, শিক্ষা বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -এর দপ্তরসমূহ ইত্যাদি) সাথে সম্মিলিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধি, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজকর্মী, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি ও কিষাণ-কিষাণী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বারটান-এর চলমান বিভিন্ন খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের মধ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বস্তিবাসী, প্রবাসী শ্রমিক, তৈরি পোশাক শ্রমিকের মধ্যে ১ (এক) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ, সুষম খাদ্যাভাস, দেশীয় পুষ্টিকর খাবার (যেমন- ফল, শাক-সবজি), খাবারের পুষ্টিমান সংরক্ষণ করে রান্না তথা পুষ্টির অপচয় রোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (WASH-Water, Sanitation & Hygiene) এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিয়য়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রধান কার্যালয়সহ সাতটি আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে দেশের ০৯ টি উপজেলায় মোট ৩৬৪ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি ও কিষা ণ-কিষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; দেশের ৯টি উপজেলায় মোট ৮৭০ জন গার্মেন্টস/বিদেশগামী কর্মী/বস্তিবাসী ও অন্যান্য পেশার কর্মজীবি শ্রমিক-কে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;

নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে নভেম্বর ২০২১-এ প্রদত্ত প্রশিক্ষণের চিত্র তুলে ধরা হলো।

**০৩ দিনব্যাপী বাস্তবায়িত ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের চিত্র**

| ক্রমিক | বাস্তবায়নকারী কার্যালয় | প্রশিক্ষণের তারিখ ও স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | প্রধান কার্যালয় | ১৫-১৭ নভেম্বর ২০২১<br><br>২৩-২৫ নভেম্বর ২০২১, প্রশিক্ষণ ভবন, প্রধান কার্যালয় | ১২৪ জন |
| ২. | নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয় | ০৯-১১ নভেম্বর ২০২১ , চাটখিল<br><br>২৩-২৫ নভেম্বর, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | ১২০ জন |
| ৩. | ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয় | ১৬-১৮ নভেম্বর ২০২১ ঝিনাইদহ সদর | ৬০ জন |
| ৪. | সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় | ১৬-১৮ নভেম্বর ২০২১,<br><br>২৩-২৫ নভেম্বর, সুনামগঞ্জ সদর | ১২০ জন |
| ৫. | রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় | ২১-২৩ নভেম্বর ২০২১, চিরির বন্দর, রংপুর<br><br>২২-২৪ নভেম্বর ২০২১, বিরল, দিনাজপুর | ১২০ জন |
| ৬. | সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় | ২৩-২৫ নভেম্বর ২০২১, সিরাজগঞ্জ সদর | ৬০ জন |
| ৭. | বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয় | ২২-২৪ নভেম্বর, ২০২১, বরিশাল সদর | ৬০ জন |

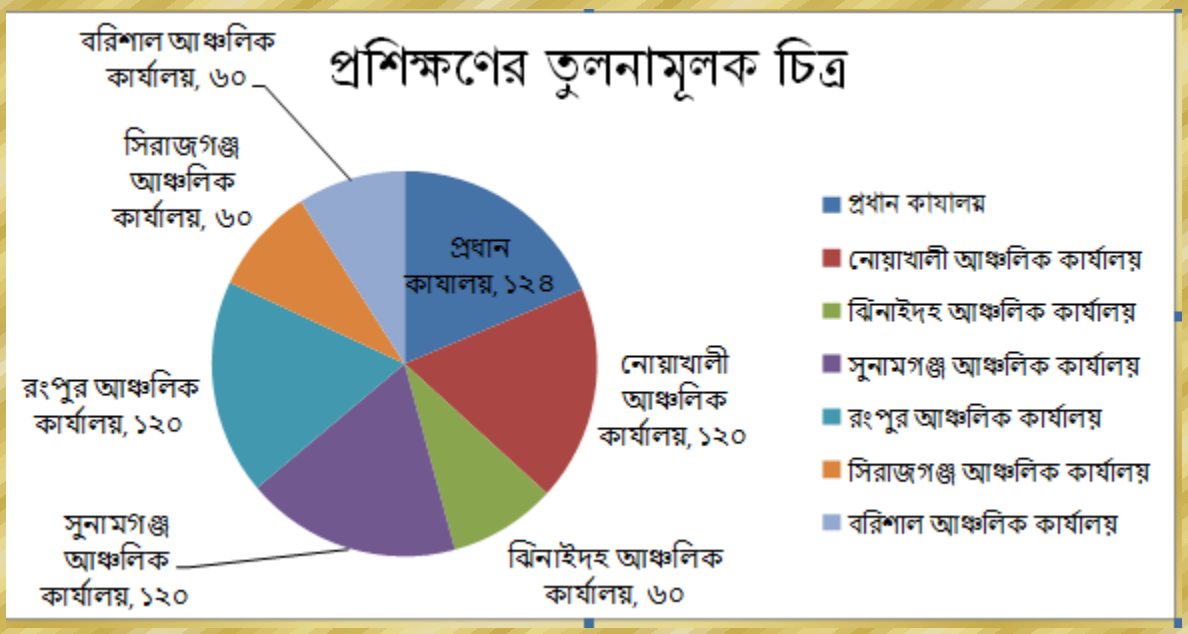

**০১ দিনব্যাপী বাস্তবায়িত ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের চিত্র**

| ক্রমিক | বাস্তবায়নকারী কার্যালয় | প্রশিক্ষণের তারিখ ও স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | প্রধান কার্যালয় | ০৯ নভেম্বর, ১১ নভেম্বর, ১৪ নভেম্বর,২৩ নভেম্বর, ২৯ নভেম্বর, ৩০ নভেম্বর, প্রশিক্ষণ ভবন, প্রধান কার্যালয় | ১৮০ জন |
| ২. | নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয় | ০২ নভেম্বর, ০৩ নভেম্বর, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | ৬০ জন |
| ৩. | ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয় | ২১ নভেম্বর, ২২ নভেম্বর,২৩ নভেম্বর,২৪ নভেম্বর (০২ ব্যাচ), ২৫ নভেম্বর (০২ ব্যাচ), ঝিনাইদহ সদর | ২১০ জন |
| ৪. | সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় | ১১ নভেম্বর, সুনামগঞ্জ সদর, ২৯ নভেম্বর, সিলেট সদর | ৬০ জন |
| ৫. | রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় | ০৭ নভেম্বর, ০৮ নভেম্বর,১০ নভেম্বর, রংপুর সদর | ৯০ জন |
| ৬. | সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় | ১৯ নভেম্বর, ২১ নভেম্বর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ | ৬০ জন |
| ৭. | বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয় | ২৮ নভেম্বর, ২৯ নভেম্বর, বরিশাল সদর | ৬০ জন |
| ৮. | নেত্রকোনা আঞ্চলিক কার্যালয় | ১৫ নভেম্বর, ১৭ নভেম্বর, ২৫ নভেম্বর, নেত্রকোনা সদর | ৯০ জন |

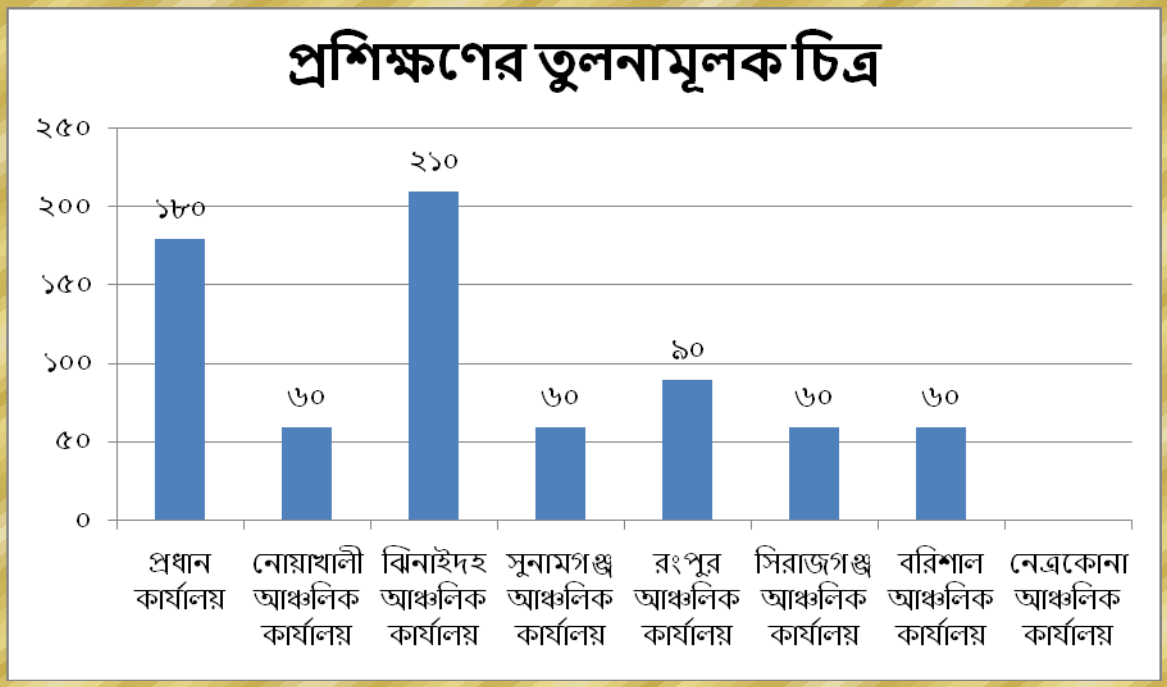

# জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি কাঠামো ২০২১-২০৩০ কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ে বারটানের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার অংশ হিসেবে, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি) সহযোগিতায়, খাদ্য পরিকল্পনা ও মনিটরিং ইউনিট (FPMU), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর ' মিটিং দ্য আন্ডারনিউট্রিশন চ্যালেঞ্জ' প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তায়, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি (NFNSP) ২০২০ এবং এর কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) -এর পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রস সেক্টরাল নিউট্রিশন ফ্রেমওয়ার্ক -এর প্রচার ও পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করেছে । আর তা সম্পাদন ও সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পুষ্টি সমন্বয় কমিটির (DNCC এবং UNCC) কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য, বারটান  দ্বারা পরিচালিত ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে।

এরই অংশ হিসেবে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এফএও -এর মিটিং দ্য আন্ডার নিউট্রিশন চ্যালেঞ্জ প্রকল্প এর সহায়তায়  রাজধানীর কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ কক্ষে তিন দিন ব্যাপী (২৮-৩০ নভেম্বর) কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এফপিএমইউ -এর মহাপরিচালক ছাড়াও, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিলের (BNNC) -এর মহাপরিচালক এবং বারটানের নির্বাহী পরিচালক মো: আব্দুল ওয়াদুদ উপস্থিত ছিলেন  ।

৩০ নভেম্বর কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (FPMU)- এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ. শহীদুজ্জামান ফারুকী । কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলা রঞ্জন দাস, বারটানের নির্বাহী পরিচালক মো: আব্দুল ওয়াদুদ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। সর্বোপরি, সফলভাবে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য হল, সরকারি কর্মকর্তাদের পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি , দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন পুষ্টি-সংবেদনশীল এবং পুষ্টি-নির্দিষ্ট পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা এবং সেগুলোর সফল বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা । বক্তারা তাদের বক্তব্যে, মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে পুষ্টি বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তার যথাযথ প্রচারাভিযানের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রসঙ্গে সবার সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন ।

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত জনসচেতনতা ছাড়াও জাতীয় খাদ্যতালিকা সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলির মূল বার্তাগুলি প্রচারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে, কর্মশালায় আগতরা মনে করেন ।

## মায়ের দুধের বিকল্প পণ্যের বিপণন বন্ধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের আহ্বান

**ফটো ক্রেডিট: ইউনিসেফ বাংলাদেশ**

মায়ের বুকের দুধের বিকল্পসমূহের ক্ষতিকর প্রচার বন্ধে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ এখনও বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে বাবা-মায়েদের সুরক্ষা দিতে পারছে না বলে বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), ইউনিসেফ এবং ইন্টারন্যাশনাল বেবি ফুড অ্যাকশন নেটওয়ার্কের (আইবিএফএন) এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

মায়ের দুধের বিকল্পগুলোকে নিরাপদ দাবি করে মিথ্যা প্রচারণা বা আগ্রাসী বিপণন চর্চা থেকে পরিবারগুলোকে রক্ষার জন্য কঠোর আইনের প্রয়োজন। কো|ভিড ১৯ আক্রান্ত বিষয়টি কোভিড-১৯ মহামারি তুলে ধরেছে। বুকের দুধ শিশুদের জীবন বাঁচায়, কারণ এতে থাকা অ্যান্টিবডি শিশুদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং শৈশবকালীন অনেক অসুস্থতা থেকে তাদের সুরক্ষা দেয়।

ডব্লিউএইচও ও ইউনিসেফ কোভিড -১৯ মহামারি চলাকালেও শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে নারীদের উৎসাহিত করছে , এমনকি মায়েরা কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ হলে বা নিশ্চিতভাবে সংক্রমিত হলেও। যদিও গবেষকরা কোভিড -১৯ আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন মায়েদের বুকের দুধে র পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, তবে এখন পর্যন্ত কোভিড -১৯ শনাক্ত হয়েছে বা সন্দেহভাজন মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে শিশুর মাঝে সংক্রমিত হওয়ার সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ মেলেনি। মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর যে অসংখ্যা উপকারিতা রয়েছে সেগুলো ভাইরাসের সাথে সম্পর্কিত অসুস্থ তার সম্ভাব্য ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে দেয়। তাই শিশুদের প্রক্রিয়াজাত দুধ খাওয়ানো মোটেও নিরাপদ হবে না।

প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা ১৯৪টি দেশের মধ্যে ১৩৬টি দেশে মায়ের বুকের দুধের বিকল্প পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতিমালার সঙ্গে সম্পর্কিত আইনি ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের (নীতিমালা) প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই নীতিমালার প্রতি মনোযোগ বাড়ছে এবং গত দুই বছরে ৪৪টি দেশ বিপণন বিষয়ক তাদের নিয়মনীতি আরও জোরদার করেছে।

তবে বেশিরভাগ দেশের বিদ্যমান আইনি বিধিনিষেধ সেখানকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে বিপণন বিষয়ক কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করতে যথেষ্ট নয়। মাত্র ৭৯টি দেশে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে বুকের দুধের বিকল্প পণ্যের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং মাত্র ৫১টি দেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মধ্যে বিনামূল্যে বা সাশ্রয়ী সামগ্রী বিতরণ নিষিদ্ধ করে বিধান জারি রয়েছে।

নবজাতক থেকে শুরু করে ৩৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য বাজারজাত করা ইনস্ট্যান্ট ফর্মুলা , ফলো-আপ ফমুর্লা ও বেড়ে ওঠার দুধসহ বুকের দুধের বিকল্প পণ্য প্রস্তুতকারকদের উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্য খাতের পেশাজীবীদের সংগঠনের বৈঠক নিষিদ্ধ করেছে মাত্র ১৯টি দেশ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) শীষক আইন ২০১৩ সালে প্রণয়ন করা হযেছে। এই আইনে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য বা সেটা ব্যবহারের সরঞ্জামাদির আমদানি, স্থানীয়ভাবে উৎপাদন, বিপণন, বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে, কোন বিজ্ঞাপন মুদ্রণ, প্রদর্শন, প্রচার বা প্রকাশ করিবেন না বা অনুরূপ কোন কাজে নিয়োজিত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

**শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো ও কোভিড-১৯**

এখনও পর্যন্ত কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে বা এতে সংক্রমিত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে — এমন কোনো মায়ের বুকের দুধের মধ্যে সক্রিয় কোভিড -১৯ ভাইরাস শনাক্ত করা যায়নি। সুতরাং শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে বা কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে অথবা এতে সংক্রমিত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে — এমন মা যেদের বুকের দুধের মাধ্যমেও শিশুদের মাঝে কোভিড -১৯ সংক্রমিত হয় না বললেই চলে। কাজেই কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে বা এতে সংক্রমিত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে — এমন নারীরা চাইলে তাদের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াতে পারবে। তাদের উচিত হবে:

*সাবান ও পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধোয়া অথবা অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যান্ড রাব (হাত পরিষ্কারক) ব্যবহার করা, বিশেষ করে শিশুকে স্পর্শ করার আগে;

*শিশুকে খাওয়ানোর সময়সহ যে কোনোভাবে তার সংস্পর্শে আসার সময় মেডিকেল মাস্ক পরিধান করা;

*হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়া। তারপরে তাৎক্ষণিকভাবে টিস্যুটি ঢাকনাযুক্ত ময়লার ঝুড়িতে ফেলা এবং পুনরায় হাত ধোয়া;

*বিভিন্ন পৃষ্ঠ স্পর্শ করার পর নিয়মিত সেগুলো জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।

*এমনকি যদি মাযেদের মেডিকেল মাস্ক নাও থাকে সেক্ষেত্রেও তাদের তালিকাভুক্ত সংক্রমণ রোধের অন্য সব পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত এবং শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়া উচিত।

## ফলিত পুষ্টি বার্তা সম্পাদকীয় পরিষদ

**উপদেষ্টা: মো: আব্দুল ওয়াদুদ, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)।**

**প্রধান সম্পাদক: মো: খোরশেদ আলম (যুগ্মসচিব)।**

**নির্বাহী সম্পাদক: সৈয়দ সাব্বির আহমেদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা।**


**বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট**

**বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ**